তারিখ 25/3/81
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

সংসদে নোট বই নিষিদ্ধকরণ বিল পাস

বোর্ডের মাধ্যমে নোট বই ছাপার জন্য এই আইন করা হইয়াছে

—প্রধানমন্ত্রী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদের সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করণের উদ্দেশ্যে আনীত ১৯৭৯ সালের নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) বিলটি একটি ব্যাকরণগত ত্রুটির সংশোধনী সহ কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়।

নোটবই নিষিদ্ধকরণ বিলটি উত্থাপন করেন সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান। বিলটির সমালোচনা করিয়া বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলের সদস্য জনাব এ,এস,এম, সোলায়মান, জনাব এম এ মতিন, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, বেগম রাজিয়া ফয়েজ, জনাব মোজাম্মেল হক, জনাব সিরাজুল হক, জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী এবং জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা।

বিলটিকে অভিনন্দিত করিয়া বক্তব্য রাখেন সরকারী দলের সদস্য বেগম ফরিদা রহমান, জনাব ওয়াজেদ হোসেন তরফদার, জনাব আহমদ নজীর, জনাব সিদ্দিকুর রহমান, জনাব মাহমুদুল ইসলাম ও জনাব নিজামুদ্দীন খান।

বিরোধী সদস্যদের আনীত বিলটির জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাব কণ্ঠ ভোটে নাকচ হইয়া যায়। তবে একটি শব্দের ব্যাকরণগত ত্রুটির বিষয়ে অধ্যাপক মফিজুল ইসলামের আনীত একটি

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদে নোটবই

(১ম পৃঃ পর)

সংশোধনী সংসদে গ্রহণ করা হয়।

বিলটির সমালোচনা করিয়া বিরোধী সদস্যগণ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়া সরকারী দল নোট বই নিষিদ্ধ করার বিলটি আনিয়াছে। ইহাছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে নোট বই ছাপা বন্ধ করা হইয়াছে অথচ টেক্সট বুক বোর্ডের অধিকার বহাল রাখা হইয়াছে। ইহাতে বেসরকারী প্রকাশনা শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে। অন্য দিকে বোর্ডের একচেটিয়া স্বার্থ কায়েম করার রাস্তা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

বিলটি অনুমোদনের প্রস্তাব করিয়া সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান বলেন, কম মূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করার জন্য প্রতি বৎসর টেক্সট বুক বোর্ডকে ৩ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হইতেছে। অন্যদিকে পাঠ্য বইয়ের নোটবই ছাপাইয়া একশ্রেণীর ব্যবসায়ী নিজেদের ভাগ্য ফিরাইয়া নিতেছে।